শ্রীকৃষ্ণ প্রেমী

এক রাজার রাণী ছিলেন পরম কৃষ্ণানুরাগিণী। রাণীর কৃষ্ণভক্তির কথা ছিল সর্বজন বিদিত। রাণীর কৃষ্ণভক্তির সাধনায় প্রায়ই রাজ্যে মহাধুমধামে পূজা উৎসবাদি, নামসংকীর্তন ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সেবা চলত। ধর্ম বিষয়ক কোনও কর্মেই রাজা রাণীকে বাধা প্রদান করতেন না কিন্তু উৎসাহও দিতেন না। সেই কারণে রাণীর মনে একটি ক্ষোভ ছিল যে তাঁর স্বামীর কৃষ্ণনাম ব্যাপারে কোন আগ্রহই নেই। কিন্তু রাজাকে রাণী কোনদিনই এ বিষয়ে কিছুই বলতেন না। অন্তঃকরণে চলত ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা যাতে রাজা কৃষ্ণপ্রেমী হন। রাজা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্তরঙ্গে ছিলেন পরম কৃষ্ণভক্ত। তাঁর মতে কৃষ্ণ হলেন অন্তর্লোকের পরম সম্পদ। তাঁকে নিয়ে বাইরে ভক্তির ঢক্কানিনাদ ও প্রদর্শনমূলক আয়োজনের কী প্রয়োজন? মনে যার এত কৃষ্ণভক্তি বাইরে কী তার কোনদিন কোনও প্রকাশও ঘটবে না?

একদিন রাত্রিশেষে গভীর নিদ্রা যখন তন্দ্রার পর্য্যায়ে নেমে এসেছে, সেই বিবশ অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ রাজা আঙুলের তুড়ি দিয়ে হাই তুলতে তুলতে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে উঠে বসলেন। অসতর্ক নিদ্রার আবেশে তিনি যে মুখে এভাবে কৃষ্ণনাম বলে উঠে বসেছেন, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসচেতন ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি সচেতন না থাকলেও পাশে শায়িতা রাণী কিন্তু জাগ্রতা ছিলেন। স্বামীর মুখে কৃষ্ণনাম শুনে খুশীর আবেগ তিনি আর ধরে রাখতে পারলেন না। মনে মনে তার খুব অনুতাপ হল এইজন্যে যে তিনি স্বামীর সম্বন্ধে কত বিরূপ ধারণা অন্তরে পোষণ করতেন। যাইহোক প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বামীর কৃষ্ণনাম বলার দিনটিকে এক বৃহৎ উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিশেষভাবে পালন করলেন তিনি। । হঠাৎ অসময়ে এমন ধুমধাম উৎসব দেখে রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন — "কী ব্যাপার? আজ তোমাদের কিসের উৎসব ছিল?"

রাণী বললেন — "জানো না? তুমিই তো আজ এ উৎসবের মূল উৎস। তোমার হৃদয় যে কৃষ্ণভক্তিতে ভরপুর একথা তো ঘুণাক্ষরে কোনদিন জানতে দাওনি। আজ ভোরে হঠাৎ তোমার মুখে কৃষ্ণনাম শুনে মনটা আনন্দে দুলে উঠল আর তাকেই কেন্দ্র করে এ কৃষ্ণোৎসবের আয়োজন।"

একথা শুনে রাজা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি কেবলি ভাবেন তাঁর প্রাণসর্বস্ব কৃষ্ণকে তিনি অন্তর্লোক হতে কোনদিন বাহির করবেন না এ ব্যাপারে তিনি যে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সঙ্কল্পবদ্ধ। তাঁর মনে হতে লাগল যে কৃষ্ণ অন্তর্লোক হতে বাহিরে এসে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করলেন। রাজা 'হা হা' করে উঠলেন; সমগ্র দিক্‌চক্রবাল যেন ঘুরতে লাগল তাঁর সামনে, বেসামাল হল দেহ এবং অকস্মাৎ রাজা মূর্ছিত হলেন। সে মূর্ছা এমন দীর্ঘস্থায়ী হল যে রাজার দেহে সংজ্ঞা আর প্রত্যাবৃত্ত হল না। এ দৃশ্য দর্শনে রাণী দুঃসহ বেদনায় ছটফট করতে করতে কৃষ্ণচরণে বারম্বার প্রণতি জানিয়ে চোখের জলে প্রার্থনায় বুক ভাসাতে লাগলেন। রাণীর আফশোষ শুধু স্বামী চলে গেলেন বলে নয়, এমন কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর স্বামীকে তাঁর জীবৎকালে তিনি চিনতে পারেন নি বলে।

রাজা এবং রাণী দুজনেরই শোকের কেন্দ্রবিন্দু হল শ্রীকৃষ্ণ নিজেই। সুতরাং সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ভগবানকেই এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হল। ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া দিলেন। তাঁরই ইচ্ছায় রাজার মৃত্যু লক্ষণ ধীরে ধীরে দূরীভূত হতে লাগল। তারপর রাজার সংজ্ঞা হঠাৎ ফিরে এল কিন্তু ঘোর কাটলো না। তখনো রাজা দর্শন করে চলেছেন নবঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সে দৃশ্য অন্তর্হিত হলে রাজা রাণীকে বললেন — "তোমরা আমার নিদ্রাভঙ্গ করলে কেন? আমি যে নিদ্রাকালে প্রাণবিমোহনকারী শ্যামসুন্দরকে প্রত্যক্ষ করছিলাম।"

রাণী বললেন — "তোমার মধ্যে এত কৃষ্ণপ্রেম আমি কোনওদিনও বুঝতে পারিনি রাজা। তোমাকে ভুল বুঝেছি বলে তুমি আমায় ক্ষমা করো।" তারপর মহাসমারোহে রাজ্য জুড়ে কৃষ্ণোৎসবের আয়োজন করা হল।

('ভক্তমাল' হইতে সংগৃহীত কাহিনী)

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া